সমকাল

27 JAN 2026

আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ও প্যাকেজিং মেলা শুরু কাল

সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীতে শুরু হচ্ছে ১৮তম বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক, প্যাকেজিং ও প্রিন্টিং শিল্প মেলা। আগামীকাল বুধবার থেকে চার দিনব্যাপী এই মেলা ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) অনুষ্ঠিত হবে। চলবে আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

গতকাল সোমবার সংবাদ সম্মেলনে মেলা আয়োজনের এ তথ্য জানান বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিজিএমইএ) সভাপতি সামিম আহমেদ। রাজধানীর পল্টনে সংগঠনটির কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিপিজিএমইএর সহসভাপতি কে এম ইকবাল হোসেন ও কাজী আনোয়ারুল হক। আরও ছিলেন বিপিজিএমইএর সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, ফেরদৌস ওয়াহিদ ও ইউসুফ আশরাফ প্রমুখ।

মেলায় মোট ৮০০টি স্টল থাকবে, যেখানে দেশের প্লাস্টিকশিল্পের ১৬০টি ছোট-বড় প্রতিষ্ঠান অংশ নেবে। পাশাপাশি চীন, তুরস্ক, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, যুক্তরাজ্যসহ ১৮টি দেশের ৩৯০টির বেশি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড অংশগ্রহণ করবে। মেলার আয়োজন করছে বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশন (বিপিজিএমইএ) ও ইয়র্কার্স ট্রেড অ্যান্ড মার্কেটিং সার্ভিস কোম্পানি।

এবারের মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় 'কৃষিতে প্লাস্টিকের ব্যবহার'। মেলায় প্লাস্টিকের গৃহস্থালি পণ্য, প্যাকেজিং সামগ্রী, খেলনা, ফার্নিচার, মেলামাইন, ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য, গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজসহ নানা পণ্য প্রদর্শিত হবে।

সমকাল

27 JAN 2026

কাঁচাপাটের অভাবে মিল বন্ধ হওয়ার উপক্রম

সমকাল প্রতিবেদক

- সমাধান চেয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার কাছে বিজেএমএ ও বিজেএসএর চিঠি
- পরিস্থিতির উন্নতি না হলে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সব পাটকল বন্ধ রাখার হুমকি

কাঁচাপাটের তীব্র সংকটে বাংলাদেশ জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিজেএমএ) ও বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজেএসএ) সদস্যভুক্ত পাটকলগুলো বন্ধের উপক্রম হয়েছে। প্রায় ২৬০টি পাটকল এই দুই সংগঠনের সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত। পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি না হলে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এসব পাটকল বন্ধ করে দেওয়ার আলটিমেটাম দিয়েছে দুই সংগঠন।

এ বিষয়ে বিজেএমএ ও বিজেএসএ যৌথভাবে গতকাল সোমবার বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের কাছে একটি চিঠি দিয়েছে। চিঠিতে বলা হয়, গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শেষ পর্যায়ে এসে মিলগুলোতে পর্যাপ্ত কাঁচাপাটের অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে স্বাভাবিক উৎপাদন কার্যক্রম প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এর সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে কাঁচাপাট রপ্তানির সুযোগ থাকায় বাজারে পাটের দাম হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। এতে মিলগুলো তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাঁচাপাট সংগ্রহ করতে পারছে না এবং বিদেশি ক্রেতাদের অর্ডার অনুযায়ী পাটপণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে।

চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়, কাঁচাপাটের ঘাটতিকে কাজে লাগিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে কিছু ব্যবসায়ী ও মধ্যস্বত্বভোগী বিপুল পরিমাণ পাট মজুত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছে। এতে বাজারে সরবরাহ আরও সংকুচিত হয়ে পড়েছে এবং পাটের দাম ক্রমাগত বাড়ছে।

সংকট নিরসনে গত ১৩ জানুয়ারি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিজেএমএ ও বিজেএসএ মজুতদারদের নামের তালিকা পাট অধিদপ্তরের কাছে জমা দেয়। পরে গত ২১ জানুয়ারি পাট অধিদপ্তরে বাংলাদেশ জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ জুট অ্যাসোসিয়েশনের উপস্থিতিতে একটি যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ওই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ব্যবসায়ীরা ভারতে রপ্তানির জন্য যে পরিমাণ কাঁচাপাট মজুত করে রেখেছেন, তা নগদ মূল্যে মিলগুলোর কাছে বিক্রি করলে মিলগুলো উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখতে পারবে। পাশাপাশি মিলগুলোর প্রকৃত কাঁচাপাটের চাহিদা নির্ধারণের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়।

তবে বিজেএমএ ও বিজেএসএ জানিয়েছে, পাট অধিদপ্তর থেকে মজুতদারদের বিরুদ্ধে নামমাত্র কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হলেও বাস্তবে তারা সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে কাঁচাপাট বাজারে ছাড়ছেন না। এর ফলে একের পর এক পাটকল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতে একদিকে শ্রমিকদের বেকারত্ব বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রা আয় কমে যাওয়ার ঝুঁকিও দেখা দিয়েছে।

এ অবস্থায় মজুতদারদের বিরুদ্ধে সরকারি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া এবং বাংলাদেশ জুট অ্যাসোসিয়েশনের কাঁচাপাট ব্যবসায়ীদের কাছে বিভিন্ন গুদামে মজুত থাকা কাঁচাপাট যৌক্তিক দামে মিলগুলোর কাছে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জানতে চাইলে বিজেএসএর চেয়ারম্যান তাপস প্রামাণিক সমকালকে বলেন, 'সব কাঁচাপাট এখন মজুতদারদের হাতে চলে গেছে। সরকারকে বিষয়টি জানানোর পর কিছু ক্যাম্পেইনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হলেও দিন শেষে কোনো কার্যকর ফল পাওয়া যায়নি। এ অবস্থা চলতে থাকলে মিল মালিকরা আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে মিল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন। এটি সরকারকে জানানো হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, শর্তসাপেক্ষে কাঁচাপাট রপ্তানির সুযোগ থাকলেও এর আগে বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টা মৌখিকভাবে রপ্তানির অনুমোদন না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আপাতত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ও কাঁচাপাট রপ্তানির অনুমোদন দিচ্ছে না। এরপরও মজুতদারদের হাতে পাট চলে যাওয়ায় মিলগুলো কাঁচামাল পাচ্ছে না। তাঁর আশঙ্কা, কৃত্রিম সংকট তৈরি করে পরবর্তী সময়ে স্থানীয় বাজারে আরও বেশি দামে পাট বিক্রি করা হবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রথম আলো

27 JAN 2026

চার দিনের প্লাস্টিক পণ্য মেলা শুরু আগামীকাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীতে আয়োজিত হচ্ছে ১৮তম বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক, প্যাকেজিং ও প্রিন্টিং শিল্প মেলা। আগামীকাল বুধবার শুরু হওয়া চার দিনব্যাপী এ মেলায় সব মিলিয়ে ৮০০টি স্টল থাকবে।

মেলায় দেশের প্লাস্টিক শিল্পের ১৬০টি ছোট-বড় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও চীন, তুরস্ক, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, যুক্তরাজ্যসহ ১৮টি দেশের ৩৯০টির বেশি ব্র্যান্ড এ মেলায় অংশ নেবে।

রাজধানীর পল্টনে প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিজিএমইএ) কার্যালয়ের মিলনায়তনে গতকাল সোমবার দুপুরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান বিপিজিএমইএর সভাপতি সামিম আহমেদ। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিপিজিএমইএর সহসভাপতি কে এম ইকবাল হোসেন ও কাজী আনোয়ারুল হক, সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, ফেরদৌস ওয়াহিদ, ইউসুফ আশরাফ প্রমুখ। মেলার আয়োজন করছে বিপিজিএমইএ ও ইয়র্কার্স ট্রেড অ্যান্ড মার্কেটিং সার্ভিস কোম্পানি। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ১৮তম আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক, প্যাকেজিং ও প্রিন্টিং শিল্প মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় 'কৃষিতে প্লাস্টিকের ব্যবহার'। চার দিনব্যাপী এ মেলা ২৮ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) অনুষ্ঠিত হবে। বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

মেলায় প্লাস্টিকের গৃহস্থালি পণ্য, প্যাকেজিং সামগ্রী, প্লাস্টিক মোল্ড, ক্রোকারিজ ও খেলনা, ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য, প্লাস্টিক ফার্নিচার, মেলামাইন সামগ্রী, তৈরি পোশাকশিল্পের অ্যাকসেসরিজ পণ্য প্রদর্শিত হবে। এ ছাড়া প্লাস্টিক পণ্য তৈরির যন্ত্র ও প্রযুক্তি প্রদর্শিত হবে। এর মধ্যে রয়েছে প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ডিং যন্ত্র, পিপি ওভেন ব্যাগ যন্ত্র, প্যাকেজিং যন্ত্র, ফ্লেক্সোগ্রাফিক প্রিন্টিং যন্ত্র, পিইটি ব্লো যন্ত্র ও প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরির যন্ত্রসহ ইত্যাদি।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা

27 JAN 2026

মার্কিন শুল্কের প্রভাব

নতুন বাজারের খোঁজে ভারতীয় রফতানিকারকরা

ছবি : রয়টার্স

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ভারতীয় পণ্যের ওপর গত আগস্টে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর পর থেকে মার্কিন বাজারের ওপর নির্ভরতা কমাতে ও বিকল্প বাজারে প্রবেশে তৎপর রয়েছেন দেশটির রফতানিকারকরা। এ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ভারত সরকার। রফতানিকারকদের সহায়তার পাশাপাশি দ্রুত নতুন বাণিজ্য চুক্তির উদ্যোগ নিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশাসন। খবর এফটি।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ বেড লিনেন প্রস্তুতকারক মুম্বাইভিত্তিক ইন্দো কাউন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ। ট্রাম্পের শুল্ক ঘোষণার পর থেকে কোম্পানিটি নতুন গ্রাহকের খোঁজে ফ্রান্স থেকে শুরু করে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিভিন্ন বাজারে প্রতিনিধি নিয়োগ করেছে।

ইন্দো কাউন্টের বেডশিট বিক্রির প্রায় ৭০ শতাংশ ওয়াল মার্টের মতো মার্কিন ক্রেতাদের ওপর নির্ভরশীল। এখন তিন বছরের মধ্যে দেশটিতে রফতানি অর্ধেকের কমে নামাতে চায় কোম্পানিটি। ইন্দো কাউন্টের সিএফও মনিশ ভাটিয়া বলেন, 'আমাদের বৈচিত্র্য আনতে হবে। আপনি এক দেশেই নির্ভর করতে পারবেন না।'

রফতানিকারকদের এ ধরনের তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সরকারি নানা উদ্যোগ। আজ ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তি ঘোষণা করতে পারে ভারত। গতকাল ইউরোপীয় গাড়ির ওপর থেকে ৪০ শতাংশ শুল্ক কমানোর ঘোষণা দিয়েছে দেশটি। মনিশ ভাটিয়া আশা করছেন, ব্রাসেলসের সঙ্গে চুক্তি ইন্দো কাউন্টকে পুরো ব্লকে প্রবেশের সমান সুযোগ দেবে।

ভারত এখনো আশা করছে, ট্রাম্প আরোপিত শুল্ক কমে আসবে। কিন্তু ওয়াশিংটনের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনার ধীরগতির মাঝে মোদি প্রশাসন দ্রুত

> ভারতীয় পণ্যের ওপর গত আগস্টে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর পর থেকে মার্কিন বাজারের ওপর নির্ভরতা কমাতে ও বিকল্প বাজারে প্রবেশে তৎপর রয়েছেন দেশটির রফতানিকারকরা। এ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ভারত সরকার

গতিতে বেশকিছু বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করছে। দেশটির ক্ষেত্রে এ ধরনের পদক্ষেপ বিরল। ভারত সাধারণত অভ্যন্তরীণ বাজারের সুরক্ষায় বেশি গুরুত্ব দেয়। গত মাসে নিউজিল্যান্ড ও ওমানের সঙ্গে চুক্তি করেছে দেশটি।

ভারতের রফতানি বাণিজ্যে সবচেয়ে বড় অংশীদার যুক্তরাষ্ট্র, যার পরিমাণ ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ। এরপর সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) হিস্যা ৮ দশমিক ৮ শতাংশ। তবে শুল্ক বাধার মুখে এরই মধ্যে ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রমুখী পণ্যপ্রবাহ কমেছে। বিপরীতে হংকং, থাইল্যান্ড ও ইউএইতে রফতানি বাড়ছে। এমনকি আগের বছরের একই মাসের তুলনায় গত ডিসেম্বরে চীনে ভারতীয় পণ্য রফতানি দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি বেড়েছে।

সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক অব বরোদার তথ্য অনুযায়ী, গত সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বরে ভারত থেকে অন্যান্য দেশে রফতানি ১২ হাজার ১৪০ কোটি ডলারে পৌঁছেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৪৪০ কোটি ডলার বেশি। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান অর্থনীতিবিদ মদন সাবনাভিস বললেন, 'মার্কিন শুল্ক বাড়ায় রফতানিকারকরা বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন। বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে থাকতে কেউ কেউ খরচ কমানোর দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন। কিছু ক্ষেত্রে শুল্ক কম এমন তৃতীয় দেশগুলোর মাধ্যমে পুনঃরফতানি হচ্ছে।'

আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রনির্ভরতা কমানোর চেষ্টায় ছিল পূর্ব ভারতের চিংড়ি সরবরাহকারী এপেক্স ফ্রোজেন ফুডস। ট্রাম্প শুল্ক আরোপের পর সে উদ্যোগ গতিশীল হয়েছে বলে জানান কোম্পানির নির্বাহী পরিচালক করুতুরি চৌধুরী। তিনি আশা করছেন, সম্প্রতি উন্মুক্ত বাজারে কোম্পানির বিক্রি বাড়বে। গত সেপ্টেম্বরে ইইউতে রফতানির অনুমতি পেয়েছে কোম্পানিটি। পরের মাসে ভারতীয় চিংড়ির ওপর থেকে আট বছরের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয় অস্ট্রেলিয়া। এছাড়া রাশিয়ায় রফতানির জন্য অনুমোদন পেতে অপেক্ষা করছে এপেক্স।

এদিকে মনিশ ভাটিয়া জানান, বেড লিনেন ব্যবসা মার্কিন গ্রাহকদের ওপর পুরো শুল্কের খরচ চাপায়নি ইন্দো কাউন্ট। ফলে বিক্রির বড় ধরনের পতন থেকে রক্ষা পেয়েছে কোম্পানি। তবে সেপ্টেম্বরে শেষ হওয়া প্রান্তিকে বিক্রি কমেছে ৯ শতাংশ।

ইন্দো কাউন্ট এখন বিভিন্ন দেশের ক্রেতা রুচি অনুযায়ী ডিজাইনার নিয়োগ করেছে। আশা করছে, ভারত-যুক্তরাজ্য চুক্তি অনুমোদন হলে ব্যবসা বাড়বে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও জাপানে রফতানি বাড়াচ্ছে কোম্পানিটি।

বিদেশে থাকা কূটনৈতিক মিশনকে নতুন বাজারের খোঁজে সরাসরি চাপ দিচ্ছে মোদি প্রশাসন। এক কর্মকর্তা বলেন, 'মার্কিন বাজারের বিকল্প খুঁজে বের করার প্রচেষ্টায় বাস্তবিক প্রেরণা দিচ্ছে ট্রাম্পের শুল্ক। আমাদের বেশি মনোযোগ দেয়া উচিত এমন ১০টি বাজার চিহ্নিত করা হয়েছিল প্রথমে। পরে তা ৪০-এ উন্নীত করা হয়।'

বার্কলেসের অর্থনীতিবিদদের মতে, নিজেদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রায় ৫৫ শতাংশ হিস্যা রয়েছে এমন দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা করছে ভারত। এসব প্রচেষ্টা মার্কিন বাজারের রফতানি হ্রাস পূরণ করতে পারবে কিনা স্পষ্ট নয়।

গবেষণা সংস্থা এশিয়া ডিকোডেডের প্রতিষ্ঠাতা প্রিয়াংকা কিশোরের মতে, বিদ্যমান মার্কিন শুল্কের প্রভাবে ভারতের জিডিপি প্রায় দশমিক ৪ শতাংশ কমবে। সময়ের সঙ্গে কর্মসংস্থান, ভোগ ও বিনিয়োগ খাতে এর প্রভাব বাড়বে।

এখন ভারতের সঙ্গে মার্কিন বাণিজ্য আলোচনা দ্রুত সমাপ্তির দিকে নজর রাখছেন রফতানিকারকরা। চলতি মাসের শুরুতে মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক দাবি করেন, ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে মোদি যোগাযোগ না করার কারণে গত বছর প্রায় সম্পন্ন চুক্তি ব্যর্থ হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রিয়াংকা কিশোর বলেন, 'লুটনিকের মন্তব্য বিষয়টিকে দুজনের মধ্যে কথোপকথনে নামিয়ে এনেছে। সাধারণত এ ধরনের আলাপ খুব কঠিন হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে তা সত্যিই কঠিন।'

The Financial Express

27 JAN 2026

BGMEA, BKMEA urge one-day election holiday

FE REPORT

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) urged the government to declare a one-day general holiday in the industrial areas on the occasion of the upcoming parliamentary elections and referendum, instead of three days, citing concerns over negative impact on production.

In separate letters to the labour ministry, the two apparel apex bodies made the request.

In the letter, BGMEA acting President Salim Rahman said owners of different garment factories have expressed their dissatisfaction fearing that multiple holidays would have an adverse impact on the export of readymade garments.